জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু)
ও
হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫

নির্বাচনী আচরণ বিধিমালা

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সাভার, ঢাকা-১৩৪২

১। শিরোনাম

ক. **এই বিধিমালা 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণ বিধিমালা ২০২৫' নামে পরিচিত হবে।**

খ. এটি চূড়ান্ত আচরণ বিধিমালা প্রকাশের সময় হতে কার্যকর হবে।

২। সংজ্ঞা

ক. **'কমিশন'** অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় **শিক্ষার্থী** সংসদ (জাকসু) নির্বাচন কমিশন ২০২৫;

খ. **'দেওয়াল'** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন অফিস, বিভাগ, অনুষদ, আবাসিক ভবন ও আবাসিক হল-এর বাহির ও ভিতরের দেওয়াল বা বেড়া অথবা তার সীমানা নির্ধারণকারী দেওয়াল বা বেড়া এবং বৃক্ষ, বিদ্যুতের লাইনের খুঁটি, খাম্বা, কালভার্ট এর অন্তর্ভূক্ত হবে;

গ. **'নির্বাচন'** অর্থ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় **শিক্ষার্থী** সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন ২০২৫;

ঘ. **'নির্বাচনপূর্ব সময়'** অর্থ নির্বাচনের ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের তারিখ ও সময় পর্যন্ত;

ঙ. **'পোস্টার'** অর্থ কাগজ, রেক্সিন, ডিজিটাল ব্যানার বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমসহ অন্য যে কোনো মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত কোনো প্রচারপত্র, প্রচারচিত্র, বিজ্ঞাপনপত্র, বিজ্ঞাপনচিত্র এবং যে কোনো ধরনের ব্যানার বা বিলবোর্ডও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

চ. **'প্রার্থী'** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মিত শিক্ষার্থী যার বিশ্ববিদ্যালয় ও হলের যাবতীয় পাওনা পরিশোধ করা আছে এবং যিনি তার প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন নাই;

ছ. **'যথাযথ কর্তৃপক্ষ'** অর্থ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত শিক্ষক বা কর্মকর্তা;

জ. **'যানবাহন'** অর্থ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহন;

৩। সার্বিক নিরাপত্তা ও সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে শিক্ষার্থীবৃন্দকে নির্বাচন চলাকালীন সময়ে তাদের স্ব-স্ব বরাদ্দকৃত হলে অবস্থান করতে হবে। একইসাথে, নির্বাচন চলাকালীন সময়ে এক হলের শিক্ষার্থী অন্য হলে অবস্থান করতে পারবে না।

৪। মাদকাসক্ত শিক্ষার্থী নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

৫। কোনো শিক্ষার্থী কর্তৃক ফৌজদারী, আর্থিক, শিক্ষার্থী শৃঙ্খলাপরিপন্থী ও যৌন অপরাধ সংঘটিত এবং/ অথবা এ জাতীয় অপরাধে অভিযুক্ত হলে তিনি ভোটাধিকার হারাবেন এবং নির্বাচনে প্রার্থিতার অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। এছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়গুলো তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবেঃ

ক. কোনো শিক্ষার্থী ফৌজদারী অপরাধে আদালত কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

খ. কোনো শিক্ষার্থী যৌননিপীড়ন সংক্রান্ত অপরাধে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

গ. কোনো শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে যুক্ত থাকার কারণে শাস্তিপ্রাপ্ত হলে, শাস্তির মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে অযোগ্য বলে বিবেচিত হবেন।

৬। **নির্বাচনী প্রচারণা :** নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে একজন প্রার্থীকে তার বিভাগ, হল, শিক্ষাবর্ষ, উল্লেখযোগ্য কারিকুলাম ও কো-কারিকুলার কার্যক্রমের এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের যৌক্তিকতার বিবরণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রার্থী বা তার পক্ষে বিধি ৭ হতে ১৯ অনুসরণ করতে হবে।

৭। **নির্বাচনী সভা-সমাবেশ ও মিছিল সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ**

(ক) ক্যাম্পাসে যে কোনো ধরনের সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ থাকবে।

(খ) নির্বাচনী প্রচারণার ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের অনুমতি ব্যতীত সর্বোচ্চ ১০ (দশ) জনের অধিক একসাথে জমায়েত হওয়া যাবে না।

(গ) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো বহিরাগত ব্যক্তি থাকতে পারবে না;

(ঘ) বৈধ ভোটার ও প্রার্থী, বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী ব্যতীত অন্য যে কেউ বহিরাগত হিসেবে বিবেচিত হবেন;

(ঙ) বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত কোনো শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো রকম অংশগ্রহণ বা প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না।

(চ) বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত উইকেন্ড/ইভিনিং/রিমোট সেন্সিংসহ এম.ফিল/পিএইচ.ডি শিক্ষার্থীগণ কোনো ধরনের অংশগ্রহণ ও প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না।

৮। **পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ**

ক. কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নিম্নে উল্লেখিত স্থান বা যানবাহনে কোনো প্রকার পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল প্রচার/স্থাপন করতে পারবেন না;

(১) বিশ্ববিদ্যালয়ে অবস্থিত কোনো আবাসিক ভবনের দেয়াল, গেইট, অফিস, বিভাগ, অনুষদ, আবাসিক ভবন ও আবাসিক হল এবং এগুলোর সীমানা দেয়াল, গাছ, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুঁটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে; একইসঙ্গে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান কোনো গ্রাফিতির উপর কোনো প্রকার নির্বাচনী পোস্টার স্থাপন করা যাবে না। তবে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক স্থাপিত ও নির্ধারিত বোর্ডে পোস্টার, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল প্রচার/স্থাপন করতে পারবেন।

(২) বিশ্ববিদ্যালয়ের যানবাহন ও অন্য যেকোনো ব্যক্তিগত যানবাহনে পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল স্থাপন করতে পারবেন না।

খ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদির উপর অন্য কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পোস্টার, লিফলেট, হ্যান্ডবিল ইত্যাদি প্রতিস্থাপন করা যাবে না এবং উক্ত পোস্টার, লিফলেট ও হ্যান্ডবিল ইত্যাদির কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন তথা বিকৃত বা বিনষ্ট করা যাবে না।

গ. কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টারে বা ব্যানারে প্রার্থী তার নিজের ছবি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ছবি ব্যবহার করতে পারবেন না।

ঘ. উপ-বিধি (ঙ) এ উল্লেখিত ছবি সর্বোচ্চ ৩"(তিন ইঞ্চি) × ৫"(পাঁচ ইঞ্চি) সাইজের সাদা-কালো হাফ, সাধারণ ও সাম্প্রতিক ছবি হতে হবে। উল্লেখ্য, কোনো অনুষ্ঠান, মিছিলে নেতৃত্বদান, প্রার্থনারত অবস্থা ইত্যাদি ভঙ্গিমায় ছবি কোনো অবস্থাতেই ছাপানো যাবে না।

ঙ. নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহৃত পোস্টারের ছবিসহ আয়তন সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৪০ (চল্লিশ) সেন্টিমিটার × প্রস্থ ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটারের অধিক হতে পারবে না।

চ. নির্বাচনী প্রচারণায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

৯। **যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ :**

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার সময় কোনো প্রকার যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না।

(খ) মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল কিংবা শোডাউন করা যাবে না।

(গ) নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর সময় থেকে নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার সুবিধার্থে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তিকর্তৃক ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে মোটর সাইকেল বা অন্য কোনো যান্ত্রিক যানবাহন ব্যবহার করা যাবে না।

১০। **ধর্মীয় স্থাপনা ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ :** কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো উপাসনালয় নির্বাচনী প্রচারণায় ব্যবহার করতে পারবেন না।

১১। **দেয়াল লিখন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ :** কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি–

(ক) দেয়াল লিখনের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা করতে পারবেন না;

(খ) কালি বা রং দ্বারা বা অন্য কোনোভাবে দেয়াল ছাড়াও কোনো দালান, ভবন, কালভার্ট, সড়ক, যানবাহন বা অন্য কোনো স্থাপনায় প্রচারণামূলক কোনো লিখন বা অংকন করতে পারবেন না।

১২। **গেইট বা তোরণ নির্মাণ, প্যান্ডেল বা ক্যাম্প স্থাপন ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ :** কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি–

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো গেইট বা তোরণ নির্মাণ করতে পারবেন না কিংবা চলাচলের পথে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না;

(খ) কোনো ধরনের নির্বাচনী প্যান্ডেল তৈরি করতে পারবেন না;

(গ) নির্বাচনী প্রচারণার অংশ হিসেবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোনো প্রকার আলোকসজ্জা করতে পারবেন না;

(ঘ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য প্রার্থীর ছবি বা প্রার্থীর পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য সমেত পরিধেয় ব্যবহার করতে পারবেন না; এবং

(ঙ) নির্বাচনী ক্যাম্পে ভোটারগণকে কোনোরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন বা কোনোরূপ উপঢৌকন প্রদান করতে পারবেন না।

১৩। উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বা বিস্ফোরক বহন সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ :

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হননমূলক বক্তব্য প্রদান বা কোনো ধরনের তিক্ত বা বিদ্বেষমূলক, উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করা যাবে না।

(খ) অনলাইনে, বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নির্বাচনী প্রচারণাকালে অন্য কোনো প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কারো বিরুদ্ধে মানহানিকর/অপপ্রচার/অশোভন/উস্কানিমূলক কোনো বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করা যাবে না।

(গ) নির্বাচনে কোনো শিক্ষার্থীর জানমালের কোনরূপ ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

(ঘ) নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রের নির্ধারিত চৌহদ্দির মধ্যে অস্ত্র বা বিস্ফোরক দ্রব্য বা অন্য কোনো অস্ত্র বহন করতে পারবেন না।

(ঙ) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে কোনো প্রকার বল প্রয়োগ বা অর্থ ব্যয় করতে পারবেন না।

১৪। প্রচারণার সময় : কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত দিনের ২ (দুই) সপ্তাহ সময়ের পূর্বে কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে পারবেন না।

১৫। মাইক ব্যবহার সংক্রান্ত বিধি-নিষেধ : কোনো প্রার্থী কিংবা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনী প্রচারণায় মাইক বা কোনোরূপ সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করতে পারবেন না।

১৬। মনোয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময়কালীন বিধি-নিষেধ :

(ক) কোনো প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল করার সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(খ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার সময় স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করতে হবে।

(গ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক নির্বাচন কমিশন/রিটার্নিং অফিসারের নিকট হতে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করার সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

১৭। নির্বাচনী প্রার্থীর খরচ

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী হল সংসদ নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ৪০০০/- (চার হাজার) টাকা এবং কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনের জন্য সর্বোচ্চ ৭০০০/- (সাত হাজার) টাকা ব্যয় করতে পারবেন।

R. Sn...

(খ) নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নির্ধারিত টাকার অতিরিক্ত আর্থিক লেনদেনের প্রমাণ পাওয়া সাপেক্ষে প্রার্থিতা বাতিল বলে গণ্য হবে।

১৮। ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার

ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা, কর্মচারী, নির্বাচন কমিশন ও নির্বাচন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তিবর্গ এবং কেবল ভোটারগণই অনুপ্রবেশ করতে পারবেন।

১৯। **নির্বাচন প্রভাবমুক্ত রাখা :** কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অর্থ, অস্ত্র ও পেশী শক্তি বা অন্য কোনো ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচন প্রভাবিত করা যাবে না।

২০। নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম ও কমিশন কর্তৃক প্রার্থিতা বাতিল

ক. এই বিধিমালার যে কোনো বিধানের লঙ্ঘন 'নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম' হিসাবে বিবেচিত হবে এবং উক্ত অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা প্রার্থী প্রতিকার স্বরূপ নির্বাচন কমিশন বরাবর আবেদন করতে পারবেন।

খ. উপ-বিধি (ক) এর অধীনে প্রাপ্ত আবেদন কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হলে কমিশন সেটি তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যে কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির কাছে সুপারিশ করতে পারবেন।

গ. কোনো তথ্যের ভিত্তিতে বা অন্য কোনো ভাবে কমিশনের নিকট কোনো নির্বাচনপূর্ব অনিয়ম দৃষ্টিগোচর হলে, কমিশন–

(১) প্রয়োজনীয় তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা অন্য কোনো নির্বাচনী তদন্ত কমিটির কাছে প্রেরণ করতে পারবেন।

(২) তাৎক্ষণিকভাবে রিটার্নিং অফিসার বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশ দিতে পারবেন।

ঘ. উপ-বিধি (ক) বা (খ) বা (গ) এ উল্লেখিত ক্ষেত্রে নির্বাচনী তদন্ত কমিটি বিধি মোতাবেক তদন্তকার্য পরিচালনাপূর্বক কমিশনের বরাবরে সুপারিশ করবে।

ঙ. কমিশন তদন্ত প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে যে কোনো প্রার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করবে।

২১। বিধিমালা লঙ্ঘন শাস্তিযোগ্য অপরাধ

কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচনপূর্ব সময়ে এই বিধিমালার কোনো বিধান লঙ্ঘন করলে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে: আত্মপক্ষ সমর্থনে তার জবাব সন্তোষজনক মনে না হলে নির্বাচন কমিশন তার প্রার্থিতা বাতিলের এখতিয়ার সংরক্ষণ করবে এবং 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮' অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করবে।

২২। নির্বাচন বানচাল করা বা করার চেষ্টা শাস্তিযোগ্য অপরাধ

কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি নির্বাচন বানচাল করা বা করার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য শৃঙ্খলা সংক্রান্ত অধ্যাদেশ ২০১৮' অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে; কমিশন প্রয়োজনে ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আইনে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে সুপারিশ করবেন।

10.08.2025

অধ্যাপক ড. মো. মনিরুজ্জামান
প্রধান নির্বাচন কমিশনার
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ
নির্বাচন কমিশন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক মোহাম্মদ মাফরুহী সাত্তার
ডীন (ভারপ্রাপ্ত), জীববিজ্ঞান অনুষদ
ও
সদস্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ
নির্বাচন কমিশন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অধ্যাপক ড. খোঃ লুৎফুল এলাহী
প্রভোস্ট, শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল
ও
সদস্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ
নির্বাচন কমিশন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

R.Snigdha

ড. রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা
প্রভোস্ট, বেগম সুফিয়া কামাল হল
ও
সদস্য
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ
নির্বাচন কমিশন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

১০.৮.২৫

অধ্যাপক ড. এ.কে.এম. রাশিদুল আলম
প্রক্টর, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
ও
সদস্য-সচিব
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচন কমিশন ২০২৫
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়